"পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন ২০১০" কার্যকরভাবে বাস্তবায়নে ভোক্তাগনের নিকট বিজেএমসি পণ্য বিক্রয় পদ্ধতি

১। "পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০" এবং "পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার বিধিমালা, ২০১৩" বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তফসিল ভুক্ত পণ্য যথা ঃ ধান, চাল, গম, ভুট্টা, সার ও চিনি মোড়কীকরনের জন্য পাটের বস্তার ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

২। বিজেএমসি পাটের বস্তার উৎপাদন ও বিপণনের একটি সরকারী প্রতিষ্ঠান। বেসরকারী ভোক্তাগনের নিকট বিজেএমসি পণ্য বিক্রয়ের পদ্ধতি নিচে বিস্তারিত দেওয়া হলো।

বস্তার মান ও মূল্য

৩। দুটি পণ্য স্ট্যন্ডার্ড হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। পণ্য দুটি বিজেএমসির বিভিন্ন মিলে মজুদ রাখা হবে যাতে ক্রেতাগন স্বল্প সময়ের মধ্যে উত্তোলন করতে পারেন। পণ্যের পাশে সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যে উল্লেখ করা হলো।

(ক) স্যাকিং ৩৭"x ২২.৫", ৭০০ গ্রাম, ৬x ৮, টাকা ৭২/=
(খ) হেসিয়ান ৩৭"x ২২.৫", ৩৬০ গ্রাম, ১১x১২, টাকা ৫০/=

এ ছাড়াও স্যাকিং ৩৭"x২২.৫", ৬০০ গ্রাম, ৬x৬, টাকা ৬০/= দরে বিক্রয় করা হবে।

* ৩১ ডিসেম্বর'১৫ পর্যন্ত বিশেষ বিবেচনায় মূল্যে ১০% ছাড় দেয়া হবে।

** মিলের মজুদ অনুযায়ী স্যাকিং ও হেসিয়ান বস্তা ৪:১ অনুপাতে বিক্রয় করা হবে।

উপরোক্ত পণ্যগুলো ছাড়াও ক্রেতাগন তাদের চাহিদা অনুযায়ী বিজেএমসিতে প্রস্তুতকৃত অন্য যে কোন মানের পণ্যও ক্রয় করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সময় দিতে হবে এবং উপরোল্লিখিত মূল্যের সাথে বিজেএমসি ডিফারেন্সিয়াল চার্ট অনুযায়ী প্রিমিয়াম যোগ/বিয়োগ করে মূল্য কম/বেশী হতে পারে।

বিক্রয় পদ্ধতি

৪। ক্রেতাগন এজেন্টদের মাধ্যমে অথবা সরাসরি বিজেএমসির নিকট হইতে তাদের চাহিদার পণ্য ক্রয় করতে পারবেন। বিজেএমসি হতে ক্রয়ের জন্য চাহিদাপত্রে পণ্যের মান, পরিমান, সরবরাহ সময়, ক্রেতার নাম-ঠিকানা ও টেলিফোন/মোবাইল নম্বর উল্লেখ করতে হবে। সর্বনিম্ন পরিমান দশহাজার পিস হতে হবে। প্রথমবার ক্রয়ের সময় চালকল / হাস্কিং মিল / চাতাল/ ইত্যাদি মালিকানা ব্যবসা সংক্রান্ত প্রমানপত্র দাখিল করতে হবে।

৫। চাহিদা দাখিল ঃ ক্রেতাগন নিম্নলিখিত যে কোন পদ্ধতিতে চাহিদা দাখিল ও পণ্য ক্রয় করতে পারবেন ঃ

(ক) এজেন্টের মাধ্যমে ক্রয় ঃ বিজেএমসি কর্তৃক জেলা সমূহের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক এজেন্ট নিয়োগ করা হয়েছে। ক্রেতাগন এজেন্টদের নিকট তাদের চাহিদা দাখিল করে পণ্য ক্রয় করতে পারবেন। এজেন্টদের তালিকা ক্রোড়পত্র 'ক' এ দেওয়া হলো । । যে সকল জেলায় কোন এজেন্ট নাই সে সকল জেলায় ক্রেতাগন যে কোন এজেন্ট এর মাধ্যমে পণ্য ক্রয় করতে পারবেন।

(খ) পত্র/আবেদন এর মাধ্যমে ক্রেতাগন সরাসরি বিজেএমসি হতে নিম্ন ঠিকানায় চাহিদা পত্র দাখিল করে পণ্য ক্রয় করতে পারবেন।

ডিজিএম (স্থানীয় বিক্রয় ডেস্ক), বিজেএমসি, আদমজী কোর্ট (এনেক্স-১), ১১৫-১২০, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।

(গ) ইন্টারনেট এর মাধ্যমে, ঠিকানা ঃ bjmc.mpa2010@gmail.com

(ঘ) মিল হতে ক্রয়ঃ বিজেএমসির মিল সমূহকে বিভিন্ন জেলায় পণ্য সরবরাহের দায়িত্ব বন্টন করা হয়েছে। বিস্তারিত ক্রোড়পত্র 'খ' এ দেয়া হলো। ক্রেতাগন সংশ্লিষ্ট মিলের প্রকল্প প্রধানের নিকট তাদের চাহিদা দাখিল করে পণ্য ক্রয় করতে পারবেন।

৬। ক্রেতার চাহিদা প্রক্রিয়াকরনঃ বিজেএমসি/ মিলসমূহ ক্রেতার দাখিলকৃত চাহিদা দ্রুত প্রক্রিয়াকরন করে বিজেএমসি প্রধান কার্যালয় হতে বিক্রয় বরাদ্দপত্র ইস্যু করা হবে। বরাদ্দপত্রের মোট পণ্যমূল্য উল্লেখ থাকবে। ক্রেতা পণ্যমূল্য ব্যাংক ড্রাফট / পে-অর্ডারের মাধ্যমে পরিশোধ করে সংশ্লিষ্ট মিল হতে পণ্য উত্তোলণ করবেন। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মূল্য পরিশোধে অথবা পণ্য উত্তোলনে ব্যর্থ হলে বিক্রয় বরাদ্দ পত্র সয়ংক্রিয় ভাবে বাতিল হয়ে যাবে।

৭। পণ্য পরিবহন এবং এতদসংক্রান্ত ব্যয় ক্রেতা বহন করবেন।